John Milton

Born 1608 (Old style), Bread Street Cheapside, London, England
Died 1674, Bunhill, London, England
Occupation Poet, prose polemicist, civil servant
Nationality English
Notable work *Paradise Lost*

জীবন ও সাহিত্যকর্ম

১৬০৮ খ্রিস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর ইংল্যান্ডের বিখ্যাত কবি জন মিলটনের জন্ম লন্ডন শহরে। তাঁর পিতা ছিলেন পেশায় একজন কারণিক, শিক্ষিত মানুষ ছিলেন তিনি, তাঁর কর্ম ছিল নানা দলিলপত্রাদি তৈরি করা, তিনি সঙ্গীতের প্রতিও অনুরাগী ছিলেন। মিলটনের মা ছিলেন খুবই ধার্মিক ও সৎ মহিলা।

বিচিত্র মিলটনের শৈশবকাল। সমাজের আর দশটি ছেলেমেয়ের মতো তিনি খেলাধূলা হৈ হল্লা মোটেই পছন্দ করতেন না। ছোটবেলা হতেই মিলটন ছিলেন গম্ভীর প্রকৃতির, চিন্তাশীল, লেখাপড়ার দিকেই ছিল তাঁর বেশি মনোযোগ। সারাক্ষণ তিনি পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে নিজেকে আটকে রাখতেন এবং তা দেখে কিছু আত্মস্থ করার চেষ্টা করতেন। মোট কথা মিলটন ছিলেন রীতিমতো পড়ুয়া।

মিলটনের প্রথম স্কুল জীবন শুরু হয় সেন্টপল স্কুলে। কৃতিত্বের সাথে সেখানকার পাঠ সমাপ্ত করে ষোল বৎসর বয়সে ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। ১৬২৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি সেখান থেকে স্নাতক এবং ১৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। মিলটনকে ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সট্রাক্টর হিসেবে কাজে যোগদান করার আহবান জানানো হয়েছিল কিন্তু মিলটন এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বার্মিংহাম শহরের হর্টনে তাঁর পিতার কাছে ফিরে গেলেন। তাঁর ইচ্ছা তিনি ইংল্যান্ডের গির্জার পাদ্রী হবেন। এ সময়ে মিলটন ইংল্যান্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সেখানকার যুবক-যুবতীদের উচ্ছল জীবনযাত্রা নিয়ে রচনা করেছিলেন অনেক কবিতা। সে সময় মিলটন ইচ্ছে করলে তরুণীদের সাথে প্রেমঘন জীবন যাপন করে স্ফূর্তিতে কাটাতে পারতেন কারণ মিলটন ছিলেন অসাধারণ শারীরিক সৌন্দর্যের অধিকারী। যে কোন তরুণীই অতি সহজেই জড়িয়ে যেতো তাঁর ভালোবাসায়। কিন্তু মিলটন ছিলেন পবিত্রতার প্রতিমূর্তি, তাঁর হৃদয়ে কলুষযুক্ত কাম বাসনার কোন স্থান ছিল না, এ কারণেই তাঁর কবিতায় অকারণ কোন আবেগঘন উচ্ছ্বাস স্থান পায়নি।

১৬৬৭ খ্রিষ্টাব্দে মিলটনের মাতা পরলোকগমন করেন। মাতার মৃত্যুর সাথে সাথে সংসারের সাথে তাঁর বন্ধনটা যেন আলগা হয়ে গেল। পিতার অনুমতি নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন দেশ ভ্রমণে। প্রথমে এসে হাজির হলেন প্যারিসে। ঘুরলেন নাইস, জেনোয়া এবং ফ্লোরেন্স শহরে। ফ্লোরেন্সের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি। তাঁর ভাষা ও তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। এ সময়ে তিনি অনেক খ্যাতিমান সাহিত্যিকগণের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। ফ্লোরেন্স হতে তিনি চলে গেলেন রোমে। রোমের প্রাচীন সভ্যতার বিষয়গুলো তাঁকে রীতিমতো আকর্ষণ করেছিল। রোমের ল্যাটিন ভাষা ভালোই জানা ছিল মিলটনের। প্রবাস জীবনের অনেকটা সময় তিনি ভ্যাটিকানের লাইব্রেরিতে পড়াশুনা করে কাটিয়েছেন। ক্ল্যাসিকাল দিকগুলো তাঁর অন্তকরণকে উদ্ভাসিত করেছিল। সে সময় তিনি তৎকালীন বিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর সাথেও আলাপ করেছিলেন। মিলটনের জীবনে এই বিজ্ঞানী যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। প্যারাডাইস লস্ট কাব্যে এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রবন্ধে মিলটন এই বিজ্ঞানীকে অমর করে রেখেছেন। ১৬৩৯ সালে মিলটন ফিরে এলেন ইংল্যান্ডে। তখন ইংল্যান্ডে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে পিউরিটানদের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

১৬৪০ থেকে ১৬৬০ সাল পর্যন্ত তিনি সাংবাদিকতার জগতে এক বিপ্লবী স্বাক্ষর রেখেছিলেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁর মতামতগুলো সেদিন বিপ্লবীদের মনে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। এ সময়ে হঠাৎ করেই মিলটনের চোখে সমস্যা দেখা দেয়। চিকিৎসকগণ বললেন, তিনি যেন বেশি পড়াশুনা, লেখালেখি না করেন। কিন্তু মিলটন কান দিলেন না তাঁদের কথায়, ফলে যা হবার তাই হলো। ১৬৫২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে একেবারে অন্ধ হয়ে গেলেন।

১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের পতন ঘটে গেল, রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেল ফের, প্রথম চার্লসের পুত্র দ্বিতীয় চার্লস সিংহাসনে আরোহণ করলেন, পদচ্যুত হলেন মিলটন। তাঁর সমস্ত রচনা আগুনে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করা হলো। মিলটন লন্ডন শহরের নিকটবর্তী ছোট একটি গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। মিলটন এই দুর্দশা আর দুর্যোগে ভেঙ্গে পড়লেন না মোটেই। তিনি এসব মেনে নিয়েই রচনা করলেন তাঁর মহান মহাকাব্য 'প্যারাডাইস লস্ট'।

মিলটনের পারিবারিক জীবনও বেশ ঘটনাবহুল। মিলটন ছিলেন গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, অথচ চৌত্রিশ বছর বয়সে তিনি রাজতন্ত্রের সমর্থক এক ধনীর কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন, তাঁর স্ত্রীর নাম মেরী পাউয়েল। ১৬৫২ সালে মেরী মারা গেলে তিনি ক্যাথরিন উডক নামের এক রমণীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু এক বছর পার না হতেই ক্যাথরিনও পরলোকে পাড়ি জমালেন। মিলটন তৃতীয়বার বিয়ে করলেন, স্ত্রীর নাম এলিজাবেথ মিনসেল, তিনি বেশি শিক্ষিত ছিলেন না বটে কিন্তু স্বামীর রচনা কপি করতেন। মিলটন তাঁর শেষ রচনাটি এলিজাবেথকে উৎসর্গ করেছিলেন।

১৬৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ৮ নভেম্বর এই মহান কবি পরলোক গমন করেন।

মিলটন রচিত উল্লেখযোগ্য রচনাসমূহের মাঝে কাব্য নাট্য 'কমাস' শোক কবিতা 'লাইসিডাস' অমর কাব্য 'প্যারাডাইস লস্ট', প্যারাডাইস রিগেনড, স্যামসন এ্যানিস্তে 'লা এলেগ্রো' বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তাঁর গদ্য রচনা 'অব এডুকেশন, এ্যারিওপজিটিকা' বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

Paradise Lost Book I

অনুবাদ: খুররম হোসাইন

মূল কবিতা

প্রথম মানবের ঈশ্বর অবাধ্যতার কাহিনী,
সেই নিষিদ্ধ ফলের কথা, যেটি এ জগতে
এনে হাজির করে মৃত্যু, ব্যথা-বেদনা রাশি,
শেষে বিতাড়িত হয় আদি মানব স্বর্গলোক হতে,
পরিশেষে মহান এক মানবের সাহায্য নিয়ে,
ফের হারানো স্বর্গলোক ফিরে পায় মানুষ।
স্বর্গীয় কলাদেবী মিউজ, আমাকে গেয়ে শোনাও সে কাহিনী।
সেই ওরেব অথবা সিনাই পর্বতের শীর্ষ দেশের কথা,
যে শৃংগের উপর থেকে মহান ঈশ্বর মেষ চারণকারী
আদিযুগের মানব মোজেসকে শিখিয়ে দেন
সৃষ্টির প্রথম বীজটিকে অঙ্কুরিত করার গভীর রহস্য।
সে থেকেই সীমাহীন শূন্যের মাঝে সৃষ্টি হলো স্বর্গ আর পৃথিবী।
এটা যদি তোমার কাছে মনোরম মনে হয়, তাহলে বলো,
সিয়ন পাহাড় আর প্রবাহিত সিলোয়া স্রোতস্বিনীর কথা।
অতঃপর আমি রোমাঞ্চকর এক অভিযান নিয়ে সঙ্গীত
রচনা করার তরে প্রার্থনা জানাব তোমার কাছে।
যে গানের সুর মূর্ছনা সহজেই অতিক্রম করতে পারে
আয়োনিয়াস পর্বতের শিখরমালা।
গদ্য কিংবা ছন্দে যা রচিত হয়নি অদ্যাবধি,
আমি রচনা করবো সেই সঙ্গীতরাজি।
ওহে দেবী, তুমি তো মন্দির কিংবা ভজনালয় হতে
তোমার ভক্তের হৃদয়ের শুভ্রতা আর শুচিতার বেশি মূল্য দাও,
আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করে, সঠিক পথ নির্দেশ দাও।
আর সবই তো তুমি জানো দেবী, কোন কিছুই অজানা নয় তোমার
সেই আদ্যিকাল হতেই তুমি সর্বলোকে বিরাজমান
সীমাহীন শূন্যের মাঝে তুমি কপোতের মতো
শক্তিমান দুটো ডানা মেলে অবস্থান করছিলে প্রশান্তি সহকারে
আর এভাবেই ক্রমে সমস্ত সৃষ্টিকে করেছো মূর্ত।
যা আমি জানি না, যা আজো আমার কাছে অন্ধকার
তারই মাঝে জ্ঞানের আলোক ফেলে স্পষ্ট করেছো।
যেখানে দুর্বল, নমিত আমি, সেখানেই দিয়েছো দৃঢ় শক্তভূমি,
যাতে আমি সকল অনিয়ম আর বিতর্কের উর্ধ্বে অবস্থান করে
মহান ঈশ্বরের বিধিবিধানগুলো তুলে ধরতে পারি মানবের কাছে।
প্রথমেই আমাকে বলো দেবী (কারণ স্বর্গের কোন
কিছুই তোমার দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে না, এমনকী

নরকের গভীর অন্ধকার তলদেশ পর্যন্তও দেখতে পাও
তুমি) বলো কী কারণে আমাদের আদি পিতা
মহান ঈশ্বরের দয়ার মাঝে বাস করেও স্বর্গ হতে বিতাড়িত হলো।
কী করে তারা পৃথিবীর অধিপতি ঈশ্বরের নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হলো।
কী কারণে তারা মহান ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে অসহিষ্ণুতা দেখাল,
এমন নিন্দনীয় বিদ্রোহে তাদেরকে ইন্ধন জোগাল কে?
শয়তানের রূপধারী জঘন্য সেই সাপই সুকৌশলে আদি পিতা
আদমকে প্রতারিত করার মধ্য দিয়ে প্রতিহিংসা আর প্রতিশোধ গ্রহণ করার
বাসনা জাগিয়ে তোলে তার মনের মাঝে, এবার বলো,
কখন আদি পিতা আদম তার সাঙ্গপাঙ্গ একদল বিদ্রোহী
দেবদূতসহ তার অধীর আবেগের কারণে বিতাড়িত হলো স্বর্গ থেকে।
এই সকল বিদ্রোহী দেবদূতদের সহায়তা নিয়ে মোদের আদি পিতা
মহান ঈশ্বরের স্থান দখল করার উদ্দেশ্যে উচ্চাভিলাষ নিয়ে
ঈশ্বরের স্বর্গলোক আর তাঁর সিংহাসনে আসীন হতে চেয়েছিল।
এ কারণে সে অত্যধিক দর্প সহকারে মহান ঈশ্বরের
বিরুদ্ধে সে অধমের মতো অসম যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে।
আর এ কারণে মহান ঈশ্বর স্বর্গলোক থেকে গভীর
নরকের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মাঝে নিক্ষেপ করেন শয়তানদের।
আর এ কারণেই আমাদের আদিপিতা পড়ে যান গভীর সংকটে
ঈশ্বর বিরোধিতার কারণে তাঁকে শাস্তিস্বরূপ প্রজ্বলিত
নরক কুণ্ডের মাঝে পরাজিত অবস্থায় শেকলে বাঁধা থাকতে হয়।
তাকে পুরো নয়টি দিন সকল বিদ্রোহীর সাথে
সেই নরক কুণ্ডে সীমাহীন এক জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় তাকে।
আদি পিতার এই নরকবাস তাঁর ক্রোধকে আরো প্রজ্বলিত করে
হারানো স্বর্গ আর দীর্ঘ জীবন যন্ত্রণা বোধ তাকে দিতে থাকে অসম্ভব পীড়া।
হতবিহ্বল চোখে চারপাশে অর্ধমুদিত চোখে তাকিয়ে তার
সীমাহীন বেদনার কথা ভেবে রীতিমতো শংকিত হয় সে।
তবুও তার এই সব শংকার মাঝে জেগে থাকে তার ঘৃণা আর অহংকার,
যেদিকেই তাকায় আদিপিতা চারপাশে শুধু নজরে আসে তাঁর
বিশাল জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড দ্বারা আবৃত এক অন্ধকার কারাগার,
সেই আগুনের শিখার মাঝে নেই কোন আলো,
সেই অগ্নিশিখার কালো আভায় ভয়াল অন্ধকার
চারপাশে যেন আরো ভয়ানক অন্ধকারকে মূর্ত করে,
সে আঁধার আভায় শুধু সে দেখতে পায় সীমাহীন দুঃখ কষ্টের ছায়া।
সেখানে শান্তি নেই, নেই বিদ্রোহ কারার বিন্দুমাত্র সুযোগ,
সেথায় নেই কোন বিন্দুমাত্র আশা আশ্বাস,
সেথা আছে শুধু সীমাহীন যন্ত্রণার দুঃসহ ব্যথাভার
আর জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের ভয়াবহ অসহনীয় দীর্ঘসূত্রিতা।
মহান ঈশ্বরের নির্দেশ অনুযায়ী নরকের এই চির অন্ধকার স্থানটি

বিদ্রোহীদের জন্য কারাগার হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।
সেই নরক অঞ্চলটি ছিল আয়তনে বড়ই বিশাল,
এটা ঈশ্বরের আর তার স্বর্গলোক হতে যতোটা দূরে,
এ নরকের কেন্দ্রস্থল হতে কিনারা তারো চেয়ে বেশি দূরে।
আহা, যে মনোরম স্থান হতে তারা হয়েছে বিতাড়িত
যে স্থানে ছিল তারা সে স্থান হতে এ জায়গা কতো না আলাদা,
কতোনা নারকীয় এই স্থান, এখানে তারই সাথে বিতাড়িত
সঙ্গী সাথীরা অগ্নির দাপটে কাবু হয়ে তারই পাশে বসে আছে জবুথবু।
অল্প কিছুকাল পরেই নরকাগ্নির ক্ষীণ আভায়
একজনকে সনাক্ত করতে সমর্থ হলেন আদি পিতা,
ক্ষমতা আর অপরাধের দিক থেকে আদিপিতার পরই সে,
বহুকাল আগে প্যালেস্টাইনে দেখা হওয়া সেই
শয়তান বিলজিবাবকে দেখার সাথে সাথে চিনলেন আদিপিতা।
স্বর্গলোকে যে শয়তান নামে পরিচিত ছিল, সেই বিলজিবাব
এবারে নরকের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিয়ে জানাল:
যদি তুমি সেইজন হও তাহলে তোমার পতন ঘটল কী করে
একদা কতোই না সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করেছো তুমি
স্বর্গীয় আভায় কতো না উজ্জ্বলতর ছিল তোমার শরীর, এখন
তুমি আর তেমনটি নেই, ঘটেছে তোমার কতো না পরিবর্তন।
একদা আমরা দুজনে একই আশায় ছিলাম উদ্বেলিত আর
একই বেদনাঘাতে জর্জরিত, ভেবেছি একই রকম ভাবনা,
আর সে ভাবনা নিয়েই দুজনে একই সাথে চলেছি পথ।
আর এখন একই বেদনা আর সর্বনাশের আওতায় দুজনে,
একটু ভাবো দেখি, কতো না উচ্চ স্থান হতে পতন ঘটেছে তোমার,
বজ্র যে কতোটা শক্তি ধরে পূর্বে বুঝতে পারিনি মোরা।
অথচ এতোটা দুর্দশা বুকে ধরেও বিন্দুমাত্র দুঃখ জাগেনি আমার মাঝে
একটুও পরিবর্তন ঘটেনি আমার হৃদয় কন্দরে।
বিজয়ী অপর পক্ষ মোদের বড়ই শক্তিধর, এর থেকেও বেশি
সাজা দেবে সে আমাদের এটা নিয়ে মোটেই চিন্তিত নই আমি।
আমার শরীরের সেই আভা আর চাকচিক্য নেই মোটেই
তবুও সংকল্পবদ্ধ আমি, আমার এই অপমান রাশি
আমার মাঝে তৈরি করেছে ঘৃণা আর প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছা,
কারণ এর আগেও আমি স্বর্গের বিদ্রোহী সাঙ্গপাঙ্গদের
সহযোগে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলাম একদা।
সেই যুদ্ধ কাঁপিয়ে দিয়েছিল স্বর্গের ভিত্তি ভূমি,
তবুও সে যুদ্ধে সফল হতে পারিনি মোরা।
কিন্তু পরাজিত হয়েও আমাদের মনোবল ভাঙ্গেনি এতোটুকু
প্রবল ঘৃণা, প্রতিশোধের অনমনীয় বাসনা নিয়েও কি জয়ী হবো না মোরা?
এই প্রবল সাহস আর শক্তিই মোদের অহংকার

আমাদের বিরুদ্ধ শক্তি হোক না যতোই শক্তিমান
আমাদের এ গৌরব হরণ করতে সমর্থ হবে না সে।
প্রতিপক্ষের সামনে নত হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা সম্ভব নয় মোদের
তার চেয়ে যে শত্রু তার দাম্ভিকতায় তার রাজ্যকে করেছে ভীতির রাজ্য
যে আমাদের পতন ঘটিয়ে অপরিসীম লজ্জায় ফেলোছ
মোরা প্রবল বিক্রমে বিরোধিতা করে যাবো সেই শত্রু পক্ষের।
যদিও ভাগ্যবান দেবতাদের সাম্রাজ্যের পতন ঘটেনি আজও
তবুও নিজ অভিজ্ঞতায় বুঝেছি মোরাও কম নই শক্তি সাহসে।
আমরা আমাদের শক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে, বুকে বল আর আশা নিয়ে
কঠিন আত্মপ্রত্যয়ের সাথে সে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে পারি,
যে শত্রু অহংকারে মত্ত হয়ে স্বর্গে চালাচ্ছে স্বেচ্ছাচার,
যে কোন কৌশলে মোরা অবশ্যই জয়ী হতেও পারি যুদ্ধে।
পতিত সে দেবদূত বেদনা কাতর, আশাহত তবুও গর্ব সহকারে
এসব শোনানোর পর, অমিত সাহসী শয়তান জানাল,
ওহে রাজাধিরাজ, সর্বময় কর্তা, তুমি এক ভয়াল যুদ্ধে
শক্তিধর দেবদূতগণের সাহসী নেতৃত্ব প্রদান করে, পুরনো
সেই রাজশক্তিকে করে তুলেছো রীতিমতো সন্ত্রস্ত আর
সর্বময় কর্তৃত্বকে এক ভয়ানক পরীক্ষায় এনে দাঁড় করাও।
জানিনা তাদের সেই অমিত শক্তির জোরে কিংবা
নিয়তির বিধানে পতন ঘটল না তোমার প্রতিপক্ষের।
সে যাই ঘটুক, আমি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিচার করে দেখেছি
আমাদের এই চূড়ান্ত পরাজয় আর সর্বনাশা পতনের দিকটিকে।
আমাদের সেই গৌরবময় দিনগুলো হারিয়ে গেলেও, অসীম
বেদনাভার আমাদের পুরো গিলে ফেললেও, আমাদের
সেই পুরনো সাহস, শক্তি আর মনোবল আবার আসছে ফিরে
যে বিজয়ী শক্তি আমাদের মতো এমন দুর্দমনীয় শক্তিকে পরাজিত
করে নানাবিধ দুঃখ যন্ত্রণা আর মহা বিপর্যয়ে ফেলেছে
সেই বিজয়ী শক্তিকে অবশ্যই বলতে হবে মহা শক্তিমান।
এবারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে মোদের, আমরা কি সেই প্রবল
বিরুদ্ধ শক্তির প্রতিহিংসা সফল করার জন্যে এই
সীমাহীন নরক কুণ্ডে বসে বসে দাস হিসেবে তার নির্দেশ মেনে যাবো?
যেহেতু আমাদের শক্তি সাহস এখনো আছে, তাহলে
কেন আমরা চিরটাকাল ধরে সীমাহীন শাস্তি বয়ে যাবো,
এতে করে কীইবা লাভ হবে আমাদের।
এটা শুনে দেবদূতরূপী পতিত সেই শয়তান বিলজিবাব জানাল
বেদনাভার যতোই হোক না কেন তাতে দুর্বল হয়ে পড়া আরো দুঃখজনক
আমাদের প্রতিপক্ষের উপকার করাটা মোটেই ঠিক হবে না মোদের
প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অবস্থান করে তারই বিরোধিতা করে
যাওয়াটাই হবে আমাদের জন্য আনন্দের কর্ম।

মোদের চিরশত্রু সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যদি আমাদের দুরবস্থায় ফেলে
নিজের কোন স্বার্থ উদ্ধারের পরিকল্পনা করে থাকে
তাহলে মোরা প্রবল বিক্রমে তার সে ইচ্ছা ব্যর্থ করে দেবো,
আর সর্বদা তার সমূহ ক্ষতি করতে সচেষ্ট থাকবো,
আমাদের প্রচেষ্টা যদি বিফল না হয়, যদি জয়ী হই,
তাহলে সে বেদনাহত হয়ে লক্ষ্য হতে দূরে সরে যাবে।
ভাবো দেখি একবার, কেমনে সে বিজয়ী শত্রুপক্ষ মোদের
প্রতিহিংসা সহকারে তার সাঙ্গপাঙ্গ আগুন, ঝড়, বজ্রপাতসহ
স্বর্গের কিনারা অবধি মোদের তাড়িয়ে নিয়ে আসে,
আর স্বর্গের সেই খাড়া কিনারা হতে আমাদের ফেলে দেয় নীচে।
এখন সেই বজ্রের আওয়াজ এই নরকে শোনা যায় না আর।
যতোই আমাদের শত্রু পক্ষের রাগ দমিত হোক না কেন,
আমাদের এমন ভয়াল ঘটনা ভুলে গেলে চলবে না মোটেই।
তাকিয়ে দেখ সামনে তোমার রুক্ষ বিশাল প্রান্তর
জ্যোতিবিহীন এই আঁধার প্রান্তরের যত্রতত্র অগ্নিকুণ্ডগুলো
হতে কী ভয়াল বিচ্ছুরণ আর আভা ছড়াচ্ছে,
যথাসাধ্য মোদের বিশ্রাম নিতে হবে ঐ অগ্নিকুণ্ডের মাঝেই।
ওখানে বসেই ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া আমাদের সাঙ্গপাঙ্গদের
একসাথে করে তাদের সাথে কথা বলে দেখতে হবে
কীভাবে শত্রুদের উপর আঘাত হেনে পুরনো গৌরব ফের পারি ফেরাতে।
কী করে ত্রান পেতে পারি এই ভয়াল সর্বনাশের কবল হতে,
আর আমাদের আশা হতে অর্জন করতে পারি বিপুল প্রাণশক্তি
যদি এটা সম্ভব না করতে পারি তাহলে ভেবে দেখতে হবে
এই আশাহীন অবস্থান হতে পরিত্রাণ পেতে কী কর্ম করতে পারি।
প্রবল খরস্রোতের মাঝে শরীর ডুবিয়ে কোন রকমে
মাথাটি উপরে তুলে শয়তান তার একান্ত সঙ্গীর সাথে বাক্যালাপ চালাল
বিশাল জলজ প্রাণী কিংবা টাইটানিয়ান দানবের মতো
জলস্রোতে মাথাটা তুলে ভাসছিল শয়তান বিলজিবাব।
ঈশ্বরের নির্দেশে শিকলবদ্ধ অবস্থায় জলে ভাসছিল সে এমনভাবে যে,
এতে তার দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার প্রচুর সুযোগ ছিল।
যাতে সে ফের অপরাধ করে নতুন করে অভিশাপ নিতে পারে।
সে তখন প্রচণ্ড ক্রোধ আর উন্মত্ততা সহকারে অন্ধের মতো
অন্যের ক্ষতি আর বিনাশ সাধনের চেষ্টা চালাচ্ছিল।
বিলজিবাব বিন্দুমাত্রও অনুধাবন করতে পারেনি যে,
তার এই ধ্বংসাত্মক প্রচেষ্টার দ্বারা, ছলনা দ্বারা মানবকুলকে
অন্যায় পথে চালনা করেই মানব কুলের
সামনে অনন্ত মঙ্গল আর দয়ার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে।
ভুলেও বুঝতে পারেনি সে তার চেষ্টায় সে শুধু নিজেরই ক্ষতি করছে
এ কারণে তার চেতনায় স্তূপাকার হচ্ছে ক্রমে প্রতিহিংসা গ্রহণের বাসনা

একমাত্র তারই জীবনে নেমে এসেছে জটিল বিপর্যয় আর ভয়াল দুর্দশা।
জলে সাঁতার কাটতে কাটতে হঠাৎ পায়ের তলায় সে পেল কঠিন মৃত্তিকা।
সে অতঃপর তার পাখা দুটো মেলে দিয়ে শুকনো মৃত্তিকায়
বিশাল দেহটি নিয়ে আস্তে করে নেমে এলো।
ধূসর ছায়ায় ঢাকা সে প্রান্তরে তখন জ্বলছিল অগ্নিশিখা।
জলের মাঝে জ্বলতে থাকা অগ্নির মতো, সে অগ্নি ছিল না মোটেই তরল,
অগণিত ধাতব বস্তু দাহ্য হেতু পরিপুষ্ট এটনা অগ্নিগিরি হতে
যেমন ধোঁয়া আর আগুনের স্ফুলিঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হয়ে বাতাসকে উত্তপ্ত করে
তেমনি সেই ধূম্রজালবেষ্টিত অগ্নিদগ্ধ বাতাস ঘেরা
বিশাল প্রান্তরের মাঝে নেমে এলো সে।
বিলজিবারের সাথে সাথে তার সহকারীও নেমে এলো প্রান্তরে।
দুজনেই নিজেদের শক্তি দ্বারা মুক্ত হলো জ্বলন্ত জলপ্রবাহ হতে।
অতঃপর সেই গৌরবহারা হতভাগ্য দেবদূত জানাল,
চির আলোকজ্জ্বল মনোরম স্বর্গলোকের বদলে কি
এই অন্ধকারাচ্ছন্ন বিষাদমাখা স্থানেই হবে মোদের ঠাঁই?
এটাই ভালো, শক্তিমান ঈশ্বর যা করবেন তাই মঙ্গল।
তাঁর ইচ্ছাই পূরণ হবে, পালিত হবে তাঁরই নির্দেশ।
শুধুমাত্র শক্তির বলে বলিয়ান হয়ে যে সবার উপরে কর্তৃত্ব করেছে
তাঁর থেকে যথাসম্ভব দূরে অবস্থান করাটাই নিরাপদ।
বিদায়, হে মনোহরণকারী অনুপম সেই ভূমি,
স্বাগত জানাই হে বিষাদাচ্ছন্ন নরকস্থান,
বরণ করে নাও তোমার এই নতুন অভ্যাগতকে
স্থান আর কালের পরিবর্তনেও যার মনের ঘটে না পরিবর্তন।
নিজের স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত সে মনই স্বর্গকে নরক আর নরককে স্বর্গ করে তোলে
যে স্থানেই থাকি না কেন আমি তাতে কীবা আসে যায়,
বজ্রধারী আমার বিরুদ্ধ শক্তি হতে আমি খাটো হলে ক্ষতি কী,
এখানে অন্ততপক্ষে মোরা স্বাধীন জীবনটা যাপন করতে সমর্থ হবো।
সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতিহিংসা পৌছবে না এতোদূর অবধি।
তার তাড়না আর শাসনের আওতামুক্ত এই ভূমি।
এ স্থানে আমরা পরম নিশ্চিন্তে রাজ্য চালাতে পারি,
আমি মনে করি রাজত্বটাই হবে মোদের সব থেকে বড় উচ্চাভিলাষ
আর স্বর্গে দাসত্ব করার চাইতে নরকে রাজত্ব করা উত্তম।
কিন্তু আমাদের সঙ্গী-সাথীরা কেন এখনো এ জমিনের পর
উঠে না এসে প্রজ্বলিত জলস্রোতের মাঝে গা ভাসিয়ে ভাসছে
কেন তারা মোদের ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া সেনাদের জড়ো করে
স্বর্গ রাজ্য ফের দখলে নেয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে না।
শয়তান এই বাণী দেয়ার পর, বিলজিবাব জবাবে জানাল,
ওহে সুদক্ষ সেনাপতি, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ছাড়া তোমাকে হারাতে পারবে না কেউ,
এখন যারা ঐ জ্বলন্ত জলরাশির মাঝে যন্ত্রণার শেষ সীমায় পৌছে

ভয়াল এক বিপজ্জনক অবস্থায় পড়ে আছে, তারা যদি
তোমার বলিষ্ঠ আহবান একবার শুনতে পারে তাহলে ওরা
ফের নতুন করে সাহস আর উদ্দীপনা সহকারে উঠবে জেগে,
আমরাও একদা এই জ্বলন্ত জলরাশির মাঝে ভাসমান ছিলাম
মনোহর সেই স্বর্গলোক হতে পতিত হওয়ার পরে।
তাঁর কথা শেষ করার পূর্বেই তাঁর চাইতেও বড় এক শয়তান
জ্বলন্ত পানির প্রবাহ সাঁতরে সাঁতরে এগিয়ে আসছিল কিনারা অভিমুখে,
বিশাল গোলাকৃতির ঢালটি তাঁর মনে হচ্ছিল যেন পূর্ণিমা চাঁদ,
যে চাঁদ তুস্কার শিল্পীরা দূরবীন দ্বারা ফেসোলের গম্বুজ হতে পর্যবেক্ষণ করে
বর্শাটি দেখতে তাঁর নরওয়ের পাহাড়ে জন্মানো পাইনবৃক্ষের মতোই উঁচু
যে গাছ হতে তৈরি করা যেতে পারে যে কোন জাহাজের মাস্তুল,
উত্তাল সমুদ্রের মতো জল ঠেলে কিনারে এসে দাঁড়াল সে।
যে কিনারা ছিল ভালডার্নোর নদী পাহাড়ঘেরা বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মতো
জ্বলন্ত জলরাশির সেই কিনারায় উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে
সে তার চিন্তার জালে আচ্ছন্ন সাঙ্গপাঙ্গদের কাছে ডাকলো
তার সব সাঙ্গপাঙ্গদের অবস্থাটা হয়েছিল মিশর রাজ
ফারাওয়ের অত্যাচারে পীড়িত অসহায় ইহুদীদের মতো।
ফারাও নৃপতির সেনাদল যে মিশরীর ইহুদীদের তাড়না করতে করতে
লোহিত সাগরের কিনারা অবধি নিয়ে যায় আর উপকূল
হতে দূরে সমুদ্রবক্ষে ভেসে থাকা ইহুদীদের শবদেহগুলো দেখতে থাকে
সেই অসহায় ইহুদীদের মতোই শয়তানের সাঙ্গপাঙ্গরাও,
সে জ্বলন্ত পানিতে শুধু মাথাটি বের করে ডুবে ছিল।
শয়তান সঙ্গীদের এতোটাই উচ্চস্বরে আহবান জানাল যে
তাতে নরকের তলদেশ পর্যন্ত শব্দের প্রতিধ্বনি ধ্বনিত হলো।
তাদের এমন পরিবর্তনে শয়তানের আহবানে চমকিত হলো সঙ্গীরা
শয়তান জানাল তাদের, ওহে আমার সহকারী সেনাগণ,
তোমরা এতোকাল যে স্বর্গসুখ ভোগ করেছো, আজ তা হারিয়েছো,
ওহে অমর আত্মা সকল, তোমরা কি এমনি বিহবল হয়ে বিকল হয়ে থাকবে
কিংবা অনেক যুদ্ধ করার পর এ স্থানটিকে নিরাপদ ঘুমানোর স্থান হিসেবে বাছাই করেছো?
অথবা তোমরা তোমাদের প্রতিপক্ষ বিজয়ীদের জয় মেনে নিয়ে
তাদেরকেই কাছে টেনে নেবার শপথ গ্রহণ করেছো?
মোদের সেই শত্রুপক্ষ এখনো স্বর্গলোক হতে তোমাদের
এই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় জলে ভেসে থাকা চেয়ে দেখছে,
তাঁর মন থেকে আজও মোছেনি প্রতিহিংসার দাগ
যে কোন সময়ে বজ্রপাত দ্বারা নিপাত করতে পারে তোমাদের।
তোমাদের প্রোথিত করে ফেলতে পারে নরকের অতল গহীনে।
অতএব আর এমন করে নিদ্রামগ্ন অবস্থায় থেকো না তোমরা
জেগে উঠো, আর না জাগলে এমনি পতিত অবস্থায় থাকো চিরকাল।

প্রধান অধিনায়কের আহবানে ঘুমে মগ্ন প্রহরী দল

যেমন ব্যস্তসমস্ত হয়ে জেগে উঠে, তেমনি শয়তানের আহবানে
তার সঙ্গী-সাথীরা লাফিয়ে জল থেকে উঠে এল কিনারায়।
এ যাবৎ তারা তাদের দুর্দশার বিষয়টা অনুধাবন করতে হয়নি সমর্থ
বুঝতে সমর্থ হয়নি নিদারুণ যন্ত্রণার দিকটির কথা
তবুও তারা অধিনায়কের আহবানে আদেশ পালনে প্রস্তুতি নিল সবাই।
একদা মিশরে অবস্থানকালে আমরাম পুত্র সমুদ্রতীরে বেড়াতে বেড়াতে
পূবালী হাওয়ায় ভেসে যাওয়া মেঘদলের মতো পঙ্গপালদের আহবান করে
আর সেইসব পঙ্গপাল অসৎ অধার্মিক ফারাওয়ের পুরো রাজ্য
অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে দেয় তাদের পাখা বিস্তার করে
সে রকমই এই ঈশ্বর বিরোধী শয়তানের সঙ্গী-সাথীরা
পাখা মেলে দিয়ে আঁধারে ঢেকে দিল নরকের আকাশসীমা।
অতঃপর ওদের অধিনায়ক বর্শা উর্ধ্বে তুলে পথ দেখানোর সাথে সাথে
জল হতে উঠে এসে তারা দাঁড়িয়ে পড়ল কঠিন মৃত্তিকায়।
মধ্যযুগে উত্তর ইউরোপ হতে আক্রমণকারী বুনোদের মতোই ছিল তারা অগণিত।
সেই বুনোজাতির আক্রমণকারীরা উত্তর দিক হতে রাইন দানিয়ুব নদী পাড় হয়ে
বন্যা স্রোতের মতো জিব্রালটার প্রণালী আর মরু অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।
ঠিক তেমনি শয়তানের বিদ্রোহী সব অনুচর প্রধানের নির্দেশে
যে যেখানে দাঁড়ানো ছিল সে স্থানেই অবস্থান নিল।
এই দেবদূতদের দেহের গড়ন ছিল মানুষের চেয়ে মনোহর সুগঠিত ও রাজকীয়।
একদা এরা স্বর্গলোকে বাস করতো রাজকীয় সম্মানের সাথে,
কিন্তু বিদ্রোহ আর চক্রান্ত করার কারণে স্বর্গ থেকে মুছে যায় তাদের নাম,
সবাই হারিয়ে ফেলে তাদের মান মর্যাদা আর সম্মান।
আদি মাতা ঈভের সন্তানদের মতো তারা পায়নি নতুন নাম
ঈশ্বরের শাস্তির ফলশ্রুতিতে স্বর্গচ্যুত হয়ে যখন
মানব এ পৃথিবীতে ঘুরছিল ফিরছিল উদ্দেশ্যহীন ভাবে
তখন এই পতিত বিদ্রোহী দেবদূত দল মিথ্যা ছলনায় মানবকুলকে
দুর্নীতিতে ডুবিয়ে দিয়ে পথ ভ্রষ্ট করে ফেলে।
মহান ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়ে ছাড়ে তারা শেষাবধি।
ঈশ্বরের নির্দেশে দেবদূত থেকে তারা বর্বর অসভ্য বনে যায়।
অর্থ সম্পদ আর ঐশ্বর্যের লোভে পড়ে মর্ত্যের মানবকুল
দেবতাদের ফেলে সেই সব শয়তানদেরকেই কাছে টেনে নেয়
নাস্তিক মানব সমাজে শয়তান দল নানা নামে পুজো পেতে থাকে।
বলো কাব্যের দেবী, কী কী নামে ডাকা হয় তাদের
এদের মাঝে কে প্রথমে আর কেইবা শেষে তাদের মহান
সম্রাটের আহবানে সাড়া দিয়ে দাঁড়ায় আগ্নেয় প্রান্তরে।
এদেরই মাঝে অন্যতম যারা তারা নরকের গভীর গুহা হতে বের হয়ে
মানুষ শিকার করার উদ্দেশ্যে ঘুরা ফিরা করে পৃথিবীতে।
মানব সমাজে ঘুরে ঘুরে শেষে দেবতার স্থান দখল করে,
আহবান করে মানুষকে তাদেরকে পূজা করার জন্যে।

প্রতিটি মন্দিরে তাদের মূর্তি গড়ে পুজো অর্চনা চলতে থাকে
আর এভাবেই তারা তাদের হীন মনোবৃত্তি দ্বারা ম্লান করে ঈশ্বরের আলোক শিখা।
প্রথমে আসে দেবতা মলোক যার মূর্তি নরবলির রক্ত দ্বারা রঞ্জিত হয়
আর তা হাজারো পিতা-মাতার অশ্রু জলে ভেজা থাকে সর্বদাই।
বহু সংখ্যক দুন্দুভি আর কাসর ঘণ্টার তুমুল আওয়াজে
বলির শিশু আর তাদের পিতা-মাতার কান্নার আওয়াজ ঢেকে যায়,
অতঃপর সেই নরবলির মাংস আগুনে ঝলসে ঝলসে
ভোগের সামগ্রী হিসেবে ভেট দেয়া হতো সেই মূর্তিকে।
আম্মোনাইট নামের এক দেবতাকে পুজো দেয়া হতো
আর্গব, রাব্বা আর বেসানের নদী জলে।
কিন্তু এ দেবতা পুজোতে খুশি না হয়ে মহান হৃদয় সলোমনকে
প্রভাবিত করে তাকে দিয়ে সেই জঘন্য পর্বতের উপরে,
ঈশ্বরের আরাধনার মন্দিরের পাশে আরেক মন্দির বানায়।
আর এর ফলে জেরুজালেমের কাছের মনোরম হিন্নম উপত্যকা
বলির রক্তে রঞ্জিত হয়ে জঘন্য নরকের রূপ নেয়।
আরেক দেবতার নাম চেমশ, অরোয়ার হতে নেবো
আর হেসিবনের দক্ষিণের বিস্তীর্ণ আবারিম অরণ্য অঞ্চল জুড়ে
অত্যাচারী মোয়াবের পুত্রেরা এর পুজো প্রদান করতো।
আর এরপর থেকে হরনাইম পর্যন্ত বিস্তীর্ণ সিওনের রাজা আর
তার আঙুর বিথীকায় ঘেরা সিবমার ফুলছাওয়া উপত্যকায় পূজিত হতো।
আরেক দেবতার নাম পিওর। সিট্রিমএ ইহুদীরা
যখন নীলনদের একজায়গায় প্রস্তুতি নিচ্ছিল অভিযান করার
সে তখন তাদের প্রভাবিত করে পশু বলি দেয়ার জন্যে,
যার কারণে ইহুদীদের অনেক দুর্দশা ভোগ করতে হয়।
অতঃপর সে মাউন্ট অলিভ অবধি পশুবলির নিদারুণ প্রথার জন্ম দেয়।
আর সেই সাথে নরবলির প্রথাও চলে সমান গতিতে,
শেষে জোসিয়া একদা এই জঘন্য বলি প্রথা উচ্ছেদ করেন।
এরপর এলো বালিম আর অ্যাস্টারথ নামে দু'রমণী
যারা মিশর আর সিরিয়ার মাঝামাঝি স্ত্রী দেবতা হিসেবে পুজো পেতে থাকে।
বিদ্রোহী দেবদূতদের পরিশুদ্ধ আত্মার মাংসধারী শরীর না থাকায় ইচ্ছেমতো
তারা পুরুষ আর নারী মূর্তি ধারণ করতে পারে।
যে কোন সময়ে তারা মনোহর কিংবা বীভৎস মূর্তি ধারণ করে
মিত্রতা কিংবা শত্রুতা দ্বারা তারা উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে
আর এই সব অপদেবতার পাল্লায় পড়ে ইহুদী জাতি তাদের
পূজিত দেবতাদের বাদ দিয়ে জঘন্য প্রবৃত্তির দেবতাদের পুজো দিতে থাকে
আর এইসব নারকীয় দেব-দেবীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারা
আকাশে যুদ্ধরত হয়ে ঘৃণিত শত্রুর কাছে মাথা নত করতে থাকে।
ফিনিশীয়রা এই অপদেবী এ্যাস্টারথকে স্বর্গরানী অ্যাসতার্তে নামে ডাকতো,
এ দেবীর মস্তকে দুটো শিং অর্ধচন্দ্রের মতো শোভা পেতো।

সিডোনিয়ার কুমারী মেয়েরা জ্যোৎস্নালোকিত রাতে এ দেবীর সম্মুখে
পূজার অর্ঘ রেখে গান গেয়ে পুজো দিতো।
সিওনে এ দেবী পূজিত হয় পাহাড় চূড়ার এক মন্দিরে
কোন কালে এক রাজা নির্মাণ করেছিলেন এ মন্দির,
এ মহান রাজা উদার হৃদয়ের অধিকারী থাকা সত্ত্বেও
এ সুন্দরী দেবীর প্রভাবে সেখানে চলতে থাকে সব অপদেবতার পুজো।
এরপর আসে থাম্মুজ, প্রত্যেক বছর গ্রীষ্মের কোন এক তিথিতে
সিডোনিয়ার কুমারীরা যার আঘাত পেয়ে করুণ সুরে করে শোকের বিলাপধ্বনি
প্রত্যেক বছর ভেনাসের প্রেমিক এ্যাডোনিসের আঘাতে একবার করে আহত হয় থাম্মুজ
আর তারই রক্তে মাখামাখি হয়ে এ্যাডোনিস ঝাঁপিয়ে পড়ে সাগর জলে
তারই ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী দ্বারা আবৃত হয় সিওন কন্যার অন্তর।
এরপরই এলো আরেকজন, আসলেই সে বিলাপ করছিল তারই উদ্দেশ্যে
একটি চৌকাঠের আঘাতে মন্দিরের মাঝে দুমড়ে যায় তার মূর্তি,
মাথা আর হাত দুটো বিচ্ছিন্ন হয় তার শরীর হতে।
মূর্তিটা গড়িয়ে পড়ে বেদীর উপরিভাগে, লজ্জিত হয় ভক্তকুল।
ডাগন নামের আর এক সমুদ্রদানব, উপর দিকটা মানুষ আর নীচের দিক সে মাছ
তবুও প্যালেস্টাইনের দক্ষিণ অঞ্চল আজুটাস নামক শহরে
এই দানবাকৃতি দেবতার বিশাল উঁচু এক মন্দির গড়া হয়,
প্যালেস্টানের পুরো উপকূল জুড়ে গথ আর অ্যাসকলিন সহ
অত্যন্ত ভীতির দৃষ্টি নিয়ে পূজিত হতো এই দেবতা,
একেরন ও গাজার সীমান্ত অঞ্চলেও পূজিত হতো সে।
এরপর আসে সিরিয়ার অন্যতম দেবতা রিম্মন
দামাস্কাসের এক মনোরম মন্দিরে স্থাপিত হয় তার মূর্তি
আব্বানা আর ফারফর নামক দু'নদীর উর্বর এলাকায় পূজিত হয় সে।
নামান নামের সিরিয়ার এক সেনাপতি জর্ডান নদীতে
গোসল করার পরে সেরে যায় তার শরীরের কুষ্ঠ ব্যাধি,
অতঃপর সে ইহুদীদের দেবতার রীতিমতো ভক্ত হয়ে পড়ে সে।
আহাজ নামের জুডার এক রাজা সিরিয়ার সেনাপতিকে হটিয়ে
তার পুত্রদের পুড়িয়ে হত্যা করে অগ্নি সহযোগে।
প্রথমে সিরিয়ার দেবতাদের রীতিমতো অসম্মান করতো সে
পরবর্তীকালে সে এই দেবতাদের রীতিমতো ভক্ত হয়ে উঠে।
এরপর আসে অসিরিস, আইসিস আর ওরাস,
ভয়াল দানবের আকৃতি সহ তারা এসে মিশরের
ধর্ম আর ধর্মগুরুদের রীতিমতো অবজ্ঞা আর অপদস্থ করতে থাকে।
মিশর অঞ্চলে বসবাসকারী ইহুদী সম্প্রদায় গরুর মূর্তি
মন্দিরে স্থাপন করে যত্ন সহকারে করতো পুজো অর্চনা,
মিশররাজ ওরেব স্বর্ণের বাছুর তৈরি করে মন্দিরে স্থাপন করে,
রাজা জেরোবোয়ানও দুটো স্বর্ণের বলদ তৈরি করে মন্দিরে স্থান দেয়,
মিশর অঞ্চলের গোচারণ ভূমিতে ঘুরে বেড়ানো গরুগুলোকে

ঘৃণিত দেবতা ভেবে অসিরিস, আইসিস ও ওরাস দৈত্যের রূপ ধরে ধরতে যায়।
ইহুদীরা মিশরীয়দের গরু পূজা দেখার পর থেকে
তারাও মন্দিরে গরু দেবতা স্থাপন করে পুজো দিতে থাকে,
গোচারণ ভূমিতে চরে বেড়ানো বলদকে তারা ভাবতো মহান স্রষ্টা
শেষে ইহুদীদের ঈশ্বর জেহোভা মিশর ত্যাগ করার কালে হত্যা করে বহু গরু।
সবার শেষে এলো বেলিয়াল, সবচেয়ে হিংসাত্মক আত্মা তার,
মন্দির আর পূজার বেদী তার পছন্দ ছিল না মোটেই,
তবুও তার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয় মন্দিরগুলোতে,
সে হিংসা করাটাকেই বেশি রকম পছন্দ করতো সদা,
মন্দিরের পুরোহিতদল নাস্তিক হয়ে পড়ে তারই কবলে পড়ে।
বেলিয়ালের মতোই এলিব পুত্রেরাও কামনা বাসনা আর প্রতিহিংসার
হলাহল দ্বারা বিষময় করে ফেলে মহান ঈশ্বরের সৃষ্টিসমূহ,
উল্লেখযোগ্য সব শহরগুলোতে দেখা যায় তারই প্রাধান্য।
সে সব শহরের দাঙ্গা হাঙ্গামার উচ্চরোল উঁচু উঁচু প্রাসাদচূড়া স্পর্শ করে,
বেলিয়ালের পুত্রেরা যখন মাতাল অবস্থায় গর্বের সাথে ঘুরা ফিরা করে
তখন পুরো শহরের রাজপথগুলোতে নেমে আসে নিকষ অন্ধকার।
সোডম শহরের পথে-ঘাটেও ঠিক একই অবস্থা বিরাজ করে
গিবিয়া শহরের রাজপথে রাতের আঁধারে মাতালরা এক রমণীকে
ধর্ষণ করতে এলে পথের পাশের এক বাড়ির দরজা খুলে তাকে বাঁচানো হয়
এমন হযবরল অবস্থা তখন চলতে ছিল অঞ্চলের যত্রতত্র।
এরপর যারা এসেছিল তারা সবাই আয়োনিয়ান দেবকুল
যারা ছিল জাভানের সন্তান, ওদের পুরাণ মতে ইউরেনাস
আর গী হতেই সব দেবকুল দত্যি দানব আর পৃথিবীর উদ্ভব।
ইউরেনাসের ভ্রাতা শনি আর তার বড় পুত্র হলো টাইটান।
এরপর ওদের থেকে শক্তিধারী রীয়ার পুত্র জোভ টাইটান আর
শনির নিকট হতে পুরো স্বর্গের আধিপত্য ছিনিয়ে নেয়,
এরা প্রথমে ক্রীট ও আইডা সবশেষে তারা রাজত্ব করতে থাকে
তুষারে আবৃত ছায়াচ্ছন্ন অলিম্পাস পর্বতের শীর্ষ দেশে,
এই অলিম্পাস পর্বত চূড়াই ছিল স্বর্গের প্রধান স্থান।
ডেলফির পাহাড় হতে ধ্বনিত হতো এ্যাপোলোর ভবিষ্যদ্বাণী
আর উত্তর গ্রীসের ডোডনায় শোনা যেত জিউসের ভবিষ্যদ্বাণী।
পুরো দক্ষিণ গ্রীস আদ্রিয়া হতে হেসপেরিয়া আরো দূরের দ্বীপগুলোতে
এই সব দেবতাদের প্রভাব ক্রমেই প্রসারিত হতে থাকে
শনি অড্রিয়াটিক সাগর পেরিয়ে ক্রীটে প্রতিষ্ঠিত করে নিজেকে।
এরপর দেবদূতরূপী অনেক আত্মা এলো।
ওরা সবাই এলো মুখ ভার করে আর মাথা নিচু করে,
হতাশার আঁধারে তাদের মন নিমজ্জিত থাকলেও ওরা
খেয়াল করে দেখতে পেলো ওদের নেতার মনে নেই কোন হতাশা ভার।
অমরত্বের এক অপার মহিমায় উদ্বেলিত সদা তারাহৃদয়

এটা দর্শন করে অপার আনন্দে ভরে উঠল ওদের মন প্রাণ।
ওরা লক্ষ করলো ওদের নেতা পরাজয় বরণ করলেও
তার চোখে-মুখে খেলা করছে অপরাজেয় প্রাণশক্তির প্রভা
গর্বের সাথে সে তার পুরো শক্তিমত্তার লাগাম টেনে ধরে,
আড়ম্বরপূর্ণ ভাষণ দ্বারা সে তার শক্তির প্রকাশ ঘটাল।
এতে করে তার শক্তির চেয়ে গর্বের মত্ততাই বেশী প্রকাশিত হলো,
তার এই গর্বিত উক্তি তার অনুসারীদের মন থেকে ভয় দূর করে
ওদের মনে আবার ফিরিয়ে আনলো হারানো সাহস।
এরপর নেতা ভরাট কণ্ঠে উচ্চস্বরে ঘোষণা দিল
যুদ্ধের দামামা বাজানোর সাথে সাথে পতাকা উঠবে উর্ধ্বে,
আজাজিল নামক শয়তান হবে তার সেনাপতি আর পতাকাবাহক।
ঘোষণা প্রচারিত হতে না হতেই উর্ধ্বে পতাকা তুলে ধরল আজাজিল,
স্বর্ণ আর মণিমুক্তাখচিত নানা ধরণের অস্ত্রশস্ত্র আর
সেই পতাকা উর্ধ্বে উত্থিত হয়ে ঝলমল করতে লাগল নক্ষত্রের মতো।
তার সাথে ধাতব যুদ্ধের দুন্দুভিতে বেজে উঠল রণবাদ্য
শয়তান সেনাদল বিকট চিৎকারে করতে থাকল জয়ধ্বনি,
যে শব্দ আদিম অন্ধকারে আবৃত নরকেও প্রতিধ্বনি তুলল।
সাথে সাথে হাজারো রকম বিচিত্র পতাকা উড়তে থাকল আকাশে
হাজারো বর্শা, ঢাল, শিরস্ত্রাণ চারপাশে সঞ্চালিত হতে থাকল।
এমনি করে যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হলো শয়তান দল,
তাদের চোখে মুখে তখন ছিল রাগের বদলে বীরত্ব প্রকাশের দীপ্তি
আর প্রাণপণ সংগ্রাম দ্বারা জয়ী হওয়ার কঠিন প্রতিজ্ঞা
পুরো ভীতি, সংশয় আর নানাবিধ দুর্ভাবনাকে মন হতে
চিরতরে দূরে ঠেলে দেয়ার জন্য ছিল তারা সংকল্পবদ্ধ।
দৃঢ়তা সহকারে একই সংকল্পে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সে বিশাল
শয়তান বাহিনী বর্শা, ঢাল, শাণিত অস্ত্রসহ প্রাচীনকালের
যোদ্ধার বেশে সজ্জিত হয়ে সেই আগুনে পোড়া মাটিতে দাঁড়িয়ে
ওদের প্রধান নেতার নিকট হতে আদেশের অপেক্ষায় প্রতীক্ষা করতে থাকল।
ওদের প্রধান নেতা তার অভিজ্ঞ আর সন্ধানী চোখ দ্বারা
সুশৃংখল শয়তান বাহিনীকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল।
দেখল এ বাহিনীর প্রতিটি সেনার মুখ দেখতে দেবতাদের মতোই
অগণিত তারা, এটা দেখে গর্বে ফুলে উঠল তার বক্ষদেশ।
শক্তিমত্তায় ভরপুর এক গৌরবভারে উজ্জ্বল হলো তার মুখমণ্ডল
পৃথিবীতে আসার পরে কোন মানুষ এমন সুশৃংখলভাব দেখেনি কখনো।
এমনি করে দক্ষিণ এশিয়ার নেগ্রার দত্যিরা যুদ্ধ করে দেবতাদের সাথে
থিবস আর ইলিয়ামে হয়েছিল যে ভয়াল যুদ্ধ,
সেখানে দেবকুল দু'পক্ষেই যোগ দিয়ে সহায়তা করেছিল
এভাবেই উথার পুত্র রাজা আর্থারও ইংরেজ নাইটদের দ্বারা
ইতালীর ক্যালাব্রিয়া, অ্যাসপ্রাস, দামেস্ক আর মরক্কোতে যুদ্ধ করেছিল,

খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী শার্লেমেনও সারাসিনদের ফনট্রাবিয়াতে তার সেনাপতিকে পরাজিত করে।
পৃথিবীর মানবের এসব সামরিক শক্তির চাইতেও
অধিক শক্তিধর ছিল দেবদূতরূপী শয়তান বাহিনী
অসাধারণ সামরিক শক্তিধারী সেই সব শয়তান যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে
ওদের নেতার নিকট হতে চূড়ান্ত আদেশ প্রাপ্তির প্রতীক্ষায় রইল।
আকার আর গর্বিত ভঙ্গিমার দিক হতে ওদের নেতা ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ,
উঁচু প্রাসাদ চূড়ার মতোই সে দণ্ডায়মান ছিল ওদের মাঝে।
স্বর্গচ্যুত দেবদূত হলেও তারা তাদের দেহের দেবসুলভ জ্যোতি হারায়নি,
তখন পর্যন্ত একেবারে উঠে যায়নি তাদের গৌরব।
কুয়াশাঢাকা দিগন্তে উঠা সূর্য আর গ্রহণ লাগা চাঁদের মতোই ছিল তারা
ম্রিমিত উজ্জ্বল, ম্রিমিত হলেও তার দীপ্তি ছিল স্বর্গচ্যুত সব দেবতা হতে উজ্জ্বলতর
যদিও তার মুখমণ্ডলে ছিল বজ্রাঘাতের এক গভীর ক্ষত চিহ্ন
আর তার বিষণ্ন মুখমণ্ডলে ছিল উদ্বিগ্নতার ছায়া,
তবুও তার ভ্রু দুটোতে ছিল দেখার মতো এক সাহসিকতার বিভা,
প্রতিশোধ গ্রহণের এক দুর্মর বাসনায় গর্বিত ছিল সে,
তার দু'চোখে কঠিন সংকল্পের এক নিদারুণ নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পেলেও
তার পক্ষের অনুচরদের এমন পতনজনিত বেদনায় সমবেদনা জাগছিল তার মনে
শুধু মাত্র তারই অপরাধ হেতু; বিদ্রোহের কারণে এতগুলো
দেবাত্মা স্বর্গ হতে চিরকালের জন্য পতিত হয়েছে নরকের মাঝে
আকাশ হতে ঝরা রৌদ্রের তাপে পাতা ঝরা পাইন গাছগুলো
পর্বতের উপরে অরণ্যের মাঝে পত্র শূন্য শাখা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে
তেমনি গৌরব হারা হয়েও তার অনুচরেরা বিশ্বস্ততা সহকারে দাঁড়ানো ছিল সামনে তার।
শেষে সে ঐসব অনুচরদের কিছু বলার চেষ্টা করল,
অনুচর দল তা বুঝতে পেরে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল মাথা নিচু,
তিনবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু অশ্রু আর কান্নায় রুদ্ধ হল কণ্ঠ তার,
শেষে এক গভীর দীর্ঘশ্বাস সহকারে গলা হতে স্বর বেরুল তার।
অনুচরদের উদ্দেশ্য করে বলল সে, হে মোর আত্মাসকল
একমাত্র মহান শক্তিধর ঈশ্বর ছাড়া কারো তুলনা চলে না তোমাদের,
যে যুদ্ধের ভয়ানক পরিণামে তোমরা এমনতরো অবর্ণনীয়
ঘৃণ্য এক দুরবস্থার মাঝে পতিত হয়েছো, সেটা গৌরবের নয়,
কেউ কি তার মনের পুরো শক্তি আর জ্ঞানের গভীরতা দ্বারা
বুঝতে সমর্থ হতে পেরেছিল যে, স্বর্গের সমস্ত দেবকুল
আমাদের প্রতি আক্রমণের কারণে এমন বিপন্ন হবে?
স্বর্গচ্যুত এই সব দেবদূতেরা পুনর্বার তাদের আদি বাসভূমি
স্বর্গলোক নিজেদের শক্তি খাটিয়ে আর উদ্ধার করতে পারবে না
এমন কথা তখন কি আর কেউ বিশ্বাস করবে?
কে বলবে আমি বিপদ পার হতে না পেরে সব আশা হারিয়েছি?
আজ সে তার পুরো রাজশক্তি নিয়ে স্বর্গের সিংহাসনে রাজত্ব করছে
তাঁর শক্তি সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতার দিকটিই

আমাদের বিদ্রোহে প্রলুব্ধ করে ডেকে আনে ভয়াল পতন।
এখন আমরা আমাদের শক্তি আর তার শক্তি কতোটা তা বুঝতে পেরেছি।
এবার শুধু আমাদের একসাথে মিলিত হয়ে কাজ করে যেতে হবে
এবার সামরিক শক্তি, শঠতা, প্রতারণা সব প্রয়োগ করে
সেই সর্ব শক্তিমান ঈশ্বরকে পরাজিত করতে হবে,
তাঁকে এটাই বোঝাতে হবে, যারা শুধুমাত্র গায়ের জোরে
শত্রুদের পরাজিত করে তারা অর্ধেক শক্তিকে জয় করে।
তারা হতে পারে না কখনোই পুরো জয়ী
স্বর্গ, পৃথিবী আর নরক ছাড়াও মহাশূন্যে আরো জগতের সৃষ্টি হতে পারে
আর সেখানে নতুন মানব গোষ্ঠি স্থাপনের ইচ্ছে ছিল ঈশ্বরের,
আমরা বসতি গড়বো তেমনি কোন এক জগতে, কারণ
আমাদের মতো স্বর্গচ্যুত দেবদূতেরা কখনোই চিরকাল
নরকের অন্ধকার গভীর গহ্বরে আটকে থাকতে পারে না,
অনেক ভেবেচিন্তে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে মোদের
নানা অশান্তি আর হতাশায় আমাদের মন ডুবে থাকলেও
পরাজয় কিংবা বশ্যতা মেনে নেয়ার বিষয়টি ভাবতেই পারি না মোরা।
অতএব, ঘোষিত কিংবা অঘোষিত যুদ্ধই সমাধান দিতে পারে এটার।
অধিনায়কের ভাষণ সমাপ্ত হতে না হতেই বিশাল দেহধারী
সেই সব শয়তানদের কটিদেশে আবদ্ধ কোষ হতে অসংখ্য ধারালো
তরবারি মুক্ত হয়ে উর্ধ্বে উত্থিত হলো।
সে সব তরবারির অলোকছটায় আলোকিত হলো নরকের গহ্বর।
বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরা কবজি ঢালের সাথে ঘর্ষণ লাগায় প্রকট শব্দে
স্বর্গলোকের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ প্রস্তুতির দিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠল।
কিছুটা দূরের পাহাড় শিখর হতে উদ্গীরিত হচ্ছিল ধূম আর অগ্নিশিখা।
উজ্জ্বল সব পাথর যারা মণ্ডিত ছিল সেই পর্বত গাত্র।
এতে বোঝা যাচ্ছিল সে পর্বতকন্দরে আছে বহু জ্বলন্ত ধাতু।
যুদ্ধাভিযানকারী রাজার সেনাদল হতে সর্বাগ্রে আগুয়ান বাহিনী
যেমন সবার আগে গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে শিবির আর পরিখা খনন করে
তেমনি বিদ্রোহী সেই শয়তান দল হতে একদল শয়তান
পাখা মেলে উড়ে গেল সেই পর্বত শিখরে, নেতৃত্ব দিল ম্যামন।
ম্যামনের শীরদটা ছিল কুঁজো আর চোখের দৃষ্টি সর্বদা নিম্নমুখী।
সে যতোদিন স্বর্গে অবস্থান করেছিল ততোকাল সে শুধুমাত্র
তার নিম্নমুখী চোখের দৃষ্টি দ্বারা রাজপথের শোভা দেখতো, কিন্তু
স্বর্গলোকের আরো উপরের স্তরের কোন স্বর্গীয় রূপরাশি দেখতে পেতো না।
এই ম্যামন দ্বারা প্ররোচিত হয়ে মানবকুল অপবিত্র হাত দ্বারা
ধনরত্নের লোভে পৃথিবীর গভীরতর অংশ খুঁড়ে নিয়ে আসে স্বর্ণরাজি।
এমনি উদ্দেশ্য নিয়েই তারা ধূমায়িত পর্বত শিখর জুড়ে
পৃথিবীর গভীরতর নিম্নাংশে চলে যায়, আর বেরিয়ে আসে সে পথেই
তবে নরকে আছে যে ঐশ্বর্য আর মাটির তলায় আছে যে সম্পদ

তার কারণে যেন কেউ পৃথিবীর প্রশংসায় না মাতে।
কারণ যারা পৃথিবীর মানবকুলের সম্পদ আর কৃতিত্ব নিয়ে গর্ব করে
যারা বেবিলনের শূন্যোদ্যান আর মিশরের পিরামিড নিয়ে গর্ব করে
তাদের এটা মনে রাখা উচিত যে, মানুষ এক যুগে হাজারো হাতে
অবিরাম শ্রম দ্বারা যে গৌরবময় কীর্তি আর শিল্পকলা গড়ে
বিদেহী আত্মা আর দেবদূতেরা একদিন তা বিলীন করে ফেলে
সম্মুখের ঐ প্রান্তরের অসংখ্য ছিদ্র দ্বারা পৃথিবীর গর্ভ হতে বের হচ্ছে অগ্নিশিখা।
একটু দূরেই মাটির তলা হতে যেথায় বেরুচ্ছে ঐকতানের সুরলহরী
সেথায় আছে অনেক মূর্তি আর কারুকার্যখচিত এক স্বর্ণ মন্দির।
কারুময় সে মন্দিরের ছাদ নির্মিত হয়েছে স্বর্ণের কারুকাজে
মিশর, প্রাচীন কায়রো কিংবা বেবিলনে রচিত হয়নি এমন মোহনীয় মন্দির
এর তুলনা মেলে না অতীত দিনের কোন মন্দিরের সাথে,
আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এর স্তম্ভের উঁচু চূড়াগুলো
মন্দিরের স্বর্ণ নির্মিত ছাদে নক্ষত্রের মতো জ্বলে বহু বাতি,
যেন আকাশ হতে ঝরে পড়ছে অসংখ্য আলোক শিখা
কতো না হাজার দর্শক প্রশংসায় মাতে এ মন্দির দর্শন করে
এ মন্দিরের সে স্থপতি সেই গড়ে তোলে স্বর্গীয় সব প্রাসাদরাজি
লোকশ্রুতি এই যে, এ মন্দিরের স্থপতির নাম নাকি মুলসিবার,
প্রাচীন গ্রীসেও শোনা যেতো নাম তার, বহুল পরিচিত ছিল সে।
তারপরও এই খ্যাতিমান স্থপতি স্বর্গ হতে বিতাড়িত হন
ক্ষুব্ধ জোভ স্বর্গের কিনারায় স্থাপিত এক দুর্গের সু উচ্চ
চূড়া হতে এই স্থপতিকে নরকলোকে ছুঁড়ে দেন
সেটা ছিল গ্রীষ্মের কোন একটি সময়।
সকাল বেলায় স্বর্গ থেকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পরে
সূর্যাস্তের সময় ঈজিয়ান দ্বীপের অন্তর্গত লেমনস দ্বীপে পতিত হয় সে।
কিন্তু যারাই এসব কথা বলে বেড়ায় তারা ভুল কথা বলে
আসলে সে স্থপতি দেবদূতদের সাথেই চিৎ হয়ে পড়ে যায় নরক প্রদেশে।
একদা যে স্থপতি স্বর্গে তৈরি করতো মনোহর সব সৌধরাজি
নরকে এই সব তৈরি করার কাজেই সে পতিত হয় নরকলোকে।

ইতোমধ্যে প্রধান নেতার আদেশে শয়তানের
রাজধানী প্যান্ডিমনিয়ামে তার অনুচরেরা এক সভা আহবান
করলো, একেবারে শিঙা বাজিয়ে বাজিয়ে ঘোষণা দিল তার।
প্রত্যেক সেনাবাহিনী হতে একজন যোগ্য প্রতিনিধি ডাকল তারা,
আর এতে করেই হাজার হাজার প্রতিনিধি জমা হলো সভাস্থলে।
সভামণ্ডপের বিশাল বিশাল গেটগুলোও ছিল লোকে লোকারণ্য।
বিশাল হল ঘরটিতে ছিল না কারো বিন্দুমাত্র ঠাঁই নেয়ার জায়গা,
হলের শুধু মেঝেতেই নয়, শূন্যেও বহু দেবদূত ঝুলছিল তাদের পাখার উপরে ভর করে।
বসন্ত দিনের মৌমাছিরা যেমন ভিড় জমায় ভোর বেলাকার
শিশিরে ভেজা পুষ্পে, আর গুঞ্জন তোলে

সে সভাতেও প্রতিনিধিরা ধরা সবাই ভিড় করে
কলগুঞ্জনে মুখর করে তুলেছিল সেই সভামণ্ডপ।
ওরা সংখ্যায় ছিল অগণিত আর অকল্পনীয় ভিড় করে বসেছিল ঘন হয়ে।
সে এক অবাক দৃশ্য, আকারে তারা পৃথিবীর মানুষদের থেকে ছিল বিশাল আকারের।
ওরা পিরামিড আকৃতির। ওদের বিশাল দেহগুলো
মন্ত্রবলে ক্ষুদ্র করে নিয়ে হল ঘরে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছিল।
ঐসব বিদেহী আত্মা ইচ্ছে মাফিক শরীর ছোট কিংবা বড় করতে পারে।
এদের মধ্যে প্রাচীন গ্রীসের রোমের অনেক অপদেবতা আর শয়তান ছিল
তারা উঁচু স্বর্ণীয় আসনে সম্মানের সাথে আসীন ছিল।
কিছুটা সময় নীরব থাকার পরে শোনানো হলো সভার
কার্যক্রম, এরপর সভার মূল আলোচনা আরম্ভ করা হলো।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

১৬৬০ হতে ১৬৭৪ খ্রিষ্টাব্দ সময়টা ছিল মিলটনের জীবনের সবচাইতে সংকটপূর্ণ সময়। নিজের যে বিশ্বাসকে তিনি হৃদয়ে ধারণ করে এতোকাল তিনি সংগ্রাম করে এসেছেন, যার সাময়িক সাফল্যে তাঁর চিত্ত আনন্দিত ছিল, প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের যে নব অভ্যুদয় তাঁর হৃদয়ে আনন্দের ঢেউ তুলেছিল, সেই প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের অবসানে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনে গভীর হতাশা বহন করে এনেছিল। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় এবং জন মানুষের মত প্রকাশের অধিকারের পক্ষে একদিন তিনি যে লেখনী ধারণ করে দেশের জন্য সর্বত্র অগ্নির উত্তাপ ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন সে লেখনী স্তব্ধ হয়ে গেল রাজতন্ত্রের দাপটে, এ এক বিশাল সংকট, এ সংকটের কবল হতে কী করে মুক্ত করবেন নিজেকে সেই চিন্তায় মগ্ন হলেন তিনি, খুঁজতে লাগলেন মুক্তির পথ, তাঁর জীবনে বারবার এসেছে আঘাত, ঘন ঘন ঘনিয়ে এসেছে সংকট তবুও মিলটনের বিশ্বাসের মূলে সে সংকট কোন ছায়াপাত করতে পারেনি। নিজের বিশ্বাসকে রূপদান করার উদ্দেশ্যেই পথের সন্ধান করতে লাগলেন, পেয়েও গেলেন সে সংকট উত্তরণের পথের দিশা, এতোকাল তিনি যে গদ্যকে অবলম্বন করে গণ মানুষের হৃদয়ে আশার আলো জ্বালানোর চেষ্টা করেছেন আজ তিনি সেই গদ্যকেই পদ্যের রঙে রাঙিয়ে নতুন রূপে সাজিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিমায় রূপদান করার প্রয়াস পেলেন, গদ্যের বলিষ্ঠ পৌরুষকে পদ্যের কোমলতায় ভরিয়ে দিয়ে সৃষ্টি করলেন নতুন এক ছন্দ, যার নাম 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' সেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের খোলা তরবারি হাতে নিয়ে মিলটন পথে নামলেন তাঁর অবরুদ্ধ বিশ্বাসের রাজকন্যাকে রাজশাসনের পাতালপুরী হতে মুক্ত করে আনতে। শুরু করলেন তাঁর অমর কাব্য 'প্যারাডাইজ লস্ট' রচনার কাজ। এটি তিনি রচনা শুরু করেন ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দে আর তা শেষ করেন ১৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দে। বারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই কাব্যটিকে কোন কাহিনী কাব্য হিসেবে চিহ্নিত না করে একে রূপক কাব্য বলাটাই যুক্তিসংগত। মোট কথা মিলটনের 'প্যারাডাইজ লস্ট' কাব্যটিকে এক কথায় রোমান্টিক এপিক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

মিলটনের মহাকাব্যের মূল বিষয়বস্তু হলো বাইবেল। বাইবেলের ঘটনা আর তাঁর শিক্ষণীয় দিকটি অবলম্বন করে তিনি তাঁর মহাকাব্যিক পরিমণ্ডল নির্মাণ করেছেন। এ কাব্যের প্রধান প্রধান চরিত্রসমূহ হচ্ছে ঈশ্বর, ঈশ্বরপুত্র, দেবদূতগণ, শয়তানের প্রধান নেতা, তাঁর সাঙ্গপাঙ্গসমূহ অর্থাৎ বিদ্রোহী দেবদূত সকল আর মানবজাতির আদি পিতা-মাতা আদম ও ঈভ। স্বর্গ, স্বর্গের বাগিচা ইডেন আর পৃথিবী জুড়ে এই মহাকাব্যের পটভূমির বিস্তার। এর মূল বিষয়বস্তু হলো শয়তানের প্ররোচনায় ও প্রলোভনে প্রথমে ঈভ ও পরে আদম নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করে, যে ফল ভক্ষণে ঈশ্বরের নিষেধাজ্ঞা ছিল, তাঁরা সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে নিষিদ্ধ সেই ফল ভক্ষণ করলে তাদের মনে এই কৃত কর্ম আর পাপের জন্য অনুতাপ আর অনুশোচনা জাগ্রত হয়। ঈশ্বর পুত্র কর্তৃক তারা কঠোর মৃত্যুদণ্ড হতে অব্যাহতি লাভ করে, শেষে তাদের

নির্বাসিত করা হয় পৃথিবীতে অর্থাৎ তাদেরকে স্বর্গ হতে ছুঁড়ে দেয়া হয় অজানা অচেনা মর্ত্যলোকে। আদি পিতা-মাতা আদম ও ঈভের এই পাপাচার তার পরবর্তী বংশধরদের মাঝে কী ভীষণ প্রতিক্রিয়া করবে সে দৃশ্যগুলো অগ্রিম তাদের সামনে প্রদর্শন করেন দেবদূত। তবুও এতো কিছুর পরেও আদমের মনে হতাশার গ্লানির মাঝেও একটি আশার প্রদীপ দপ করে জ্বলে উঠে তা হলো, এই পতিত মানব এক সময় মহান ঈশ্বরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করে মনে প্রাণে তার আরাধনা করে তার পাপ দূর করতে সমর্থ হবে এবং শুদ্ধ এক জীবনে প্রবেশ করতে পারবে। কিন্তু এ কাব্যের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, ঈশ্বর ও বিদ্রোহী শয়তান, শুভ ও অশুভ, ভালোবাসা ও ঘৃণা, বিনয় ও ঔদ্ধত্য, স্বাধীনতা ও দাসত্ব, স্বাভাবিক সরলতা আর কৃত্রিম বিলাস বাসনা, স্বর্গলোক নিয়মতান্ত্রিক ভাবে গ্রহ নক্ষত্রের চলা ফেরা আর মানব জাতির নৈতিক অধঃপতন আর বিশৃংখলা এই সব বিপরীত ভাবগুলো একটি সমান্তরাল গতিশীলতার মধ্য দিয়ে চমৎকার রূপে বর্ণিত হয়েছে এ মহাকাব্যে।

মোট কথা মানবতার পূজারি মিলটন তাঁর এ কাব্যে একটি রূপকের মাধ্যমে ঈশ্বর, মানবাত্মা ও শয়তানের এই ত্রিমুখী সম্পর্কটিকে এক অসাধারণ মহিমায় চিত্রিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। এখানে শয়তান আবির্ভূত হয়েছে অশুভ শক্তির প্রতীক হিসেবে আর নিষিদ্ধ ফল খাওয়াটা মানব জাতির সকল পাপ আর অন্যায় কর্মের প্রতীক। এই শয়তানরূপী অশুভ শক্তি মানবাত্মাকে প্রতি নিয়ত প্রলোভন দিচ্ছে শুধু তাই নয় সে সর্বদা মানব সমাজকে হেয় করার জন্য, বিপথগামী করার জন্য প্রলোভন দিতেই থাকবে, এসবের কারণে মানব যদি প্রলুব্ধ হয় তাঁর আত্মার শুদ্ধতাকে রক্ষা করতে না পারে শয়তানের কারণে যদি তাঁর আত্মা কলুষিত হয় তাহলে অবশ্যই স্বর্গলোক হতে বিদায় নিতেই হবে। শুধুমাত্র ঈশ্বরের প্রতি গভীর বিশ্বাস, অচল ভক্তি, নিয়মিত প্রার্থনা আর অনুশোচনার দ্বারাই সে ফের পাপমুক্ত হয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করতে সমর্থ হবে এবং তাঁর ফের ঠাঁই হবে স্বর্গলোকে।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে 'প্যারাডাইজ লস্ট' কাব্যের মূল বিষয়বস্তু বাইবেল থেকে গ্রহণ করা, আদি মানবের স্বর্গচ্যুতির কাহিনীর মাঝে মিলটন তাঁর নিজের জীবনের তথা পিউরিটানদের উত্থান পতনের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, মহাকাব্যের উল্লিখিত মানব জাতির পতনে নারীর যে ভূমিকা তার মাঝে মিলটনের ব্যক্তিগত জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে। মিলটন পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে সতের বছরের এক তরুণীকে বিয়ে করেছিলেন। এ তরুণীর পরিবার ছিল রীতিমতো রাজতন্ত্রের সমর্থক। বিয়ের এক মাস পরই মিলটনের স্ত্রী তাঁর পিতার গৃহে চলে যান। যদিও তিনি আবার মিলটনের গৃহে ফিরে এসেছিলেন, এরপরও মিলটন পর পর দুবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। প্রথম স্ত্রীর আচরণে তাঁর মনে নারী জাতির প্রতি মনে যে ঘৃণা আর সন্দেহের জন্ম নেয় তা তাঁর মন থেকে সারাজীবন আর দূর হয়নি। মিলটন সারাজীবন নারীকে নরের শত্রু হিসেবে বিবেচনা করেছেন। প্যারাডাইজ লস্টের বিদ্রোহী শয়তান কবিরই আত্মরূপ যেন।

মোট কথা মিলটনের হাত দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ আর অখণ্ড মহাকাব্য রচিত হয়েছে। নাটকীয় কাহিনীর ঐক্য আর মহাকাব্যের কাহিনীর ঐক্যের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যের কথা মনে রেখেই বলা যায় মিলটন কাহিনী ঐক্য রচনার ক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন। অন্য দিক বিবেচনায় কাহিনীটি খুবই গুরুগম্ভীর। মানব সমাজ আর তাদের রচিত রাষ্ট্রকে ঘিরেই তিনি এই গুরু গম্ভীর দিকটির অবতারণা করেছেন। পুরো কাহিনীতে গুরুগম্ভীর দিকটিকে সর্বদা সর্বক্ষেত্রে বজায় রাখতে সচেষ্ট থেকেছেন তিনি, গুরুগম্ভীর দিকটিকে কখনোই কৌতুকরস দ্বারা জড়িত করে তরল করে ফেলেননি।

চরিত্র রচনার ক্ষেত্রে মিলটনের দক্ষতা প্রশ্নাতীত। কারণ তাঁর মহাকাব্যের নায়ক কে, কাকে নায়ক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, এ প্রশ্নের জবাবে সমালোচকগণ রীতিমতো বিব্রত, কারো কারো মতে শয়তানই এ কাব্যের মূল নায়ক আবার কেউ বলেছেন, তা হতে পারে না, মহান ঈশ্বরই এ কাব্যের মূল নায়ক। কিন্তু অ্যারিষ্টটল বলেছেন কোন শয়তান মহাকাব্যের নায়ক হতে পারবে না। মহাকাব্যের নায়ক হতে হলে প্রথমত: নায়ককে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি হতে হবে, তাকে সদগুণের অধিকারী হতে হবে তা হলে তাঁর মাঝে এক-আধটু দোষ ত্রুটি যে একেবারেই থাকবে না এমনটি নয়। সে নায়ক অতি মহামানবও হবে না আবার শয়তানও হবে না, আর সে নিজেই নিজের পতনের জন্য দায়ী হবে। আর সে

পতনকে নায়ক বীরত্ব সহকারেই মেনে নেবে। এসব লক্ষণ বিচার বিশ্লেষণ করে কোন চরিত্রকেই নায়কের মর্যাদা দেয়া সম্ভব নয় কারণ আদম ও শয়তান কেউ রোমান বীরের পর্যায়ে পড়ে না। খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাব ইউরোপের মানুষের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে এক গভীর পরিবর্তনের সূচনা করেছিল যার সাথে গ্রীক জীবনাচরণের সাথে কোন মিল কিংবা সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

শয়তান চরিত্র বিশ্লেষণের ব্যাপারে বলা যায় যে, শয়তান চরিত্র সৃষ্টিতে মিলটন শয়তানের চরিত্রের কিছু মানবিক দিকের পরশ বুলিয়েছেন। মানুষের হৃদয়ের উষ্ণতা যেন তাঁর রক্তে প্রবহমান আর মানুষের মতোই জীবন্ত হৃদয় নিয়ে, মানবিক অনুভূতি নিয়ে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে রীতি মতো সোচ্চার হয়ে বিদ্রোহ করেছে। মিলটন এই শয়তানকে যতই মানবিক পরশ দ্বারা সৃষ্টি করুন না কেন শয়তান যে শয়তানই এটা তিনি তাঁর কাব্য কর্মের কোন স্থানে একটিবারের জন্যও ভুলে যাননি। শয়তানকে ঠিক শয়তানের মতোই উপস্থাপন করেছেন তাঁর মাঝে মানবিক দিকের পরশ থাকলেও। তাঁর চরিত্রের মাঝে উদারতার দিকটি খুঁজে পাওয়া ভার। তিনি তাঁর নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যই, লক্ষ্যপথ ধরে অগ্রসর হতে পথ ঠিক করে নিয়েছেন, এটা তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা বলা যায়। তাঁকে প্রমিথিউস বলা যায় না, কারণ প্রমিথিউস ঈশ্বরের সাথে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল পুরো মানবজাতির কল্যাণের জন্য কিন্তু এ কাব্যের শয়তান কারো কল্যাণের জন্য কিংবা কোন ন্যায়নীতির দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেনি সে নীতিহীন এক চক্রান্তকারী জীব।

শয়তান কেন ঈশ্বর কর্তৃক স্বর্গ হতে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল তাঁর কোন ইঙ্গিত কবি প্রদান করেননি। তবে স্বর্গ হতে নরকে নির্বাসিত হওয়ার জন্যই তাঁর যতো ক্রোধ আর বিদ্বেষ, আর এ কারণেই ঈশ্বরের প্রতি তাঁর ঘৃণার প্রকাশ ঘটেছে, কোন মহৎ কর্ম করতে গিয়ে সে ঈশ্বর কর্তৃক তাড়িত হয়নি, মোট কথা সে একটা ঘৃণা বহন করেই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

যতোই সে ঈশ্বরকে স্বৈরাচারী শাসক হিসেবে উল্লেখ করুক না কেন, সে নিজেই স্বর্গে দল গঠন করেছিল ঈশ্বরকে পরাভূত করে, স্বর্গ দখল করে প্রভুত্ব বিস্তার করার জন্য, আর সে যুদ্ধে সে ঈশ্বরের বিশাল শক্তির কাছে পরাজিত হয়ে নরকে ঠাঁই গ্রহণ করেছে। এটা সে একবারের জন্যও ভুলে যায়নি।

ঈশ্বরের শক্তি সম্পর্কে শয়তান যথেষ্ট সচেতন; ঈশ্বরকে স্বর্গচ্যুত করার ক্ষমতা তার নেই তবুও বার বার সে ফুঁসে উঠেছে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ক্রোধের অগ্নি সহকারে। অনেকে মনে করেন মিলটন যেন মনপ্রাণ উজার করে শয়তানকে সমর্থন করে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নিজের মনের জ্বালা যন্ত্রণার উপশম ঘটানোর প্রয়াস পেয়েছেন আর শয়তানকে একটি জীবন্ত বিদ্রোহী সত্তা হিসেবে চিত্রিত করেছেন।

মিলটনের 'প্যারাডাইজ লস্ট' এর কাহিনী বাইবেল হতে গৃহীত হলেও এর আঙ্গিক শব্দ, উপমা এবং কাহিনী বিন্যাসের দিক হতে এটি গ্রীক ও রোমান সাহিত্যের আদর্শে উজ্জীবিত।